INTERNATIONAL PEER-REVIEWED RESEARCH JOURNAL OF SATYA RANJAN COLLEGE (IPRJSRC)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary Multilingual Research Journal

E-ISSN: _____ P-ISSN: _____

DOI: _____

Volume I, Issue I, November 2026, Page No: 55-65

Published by Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Website: https://srcjournal.org/

সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র থেকে গণজাগরণ : রাজস্থানের প্রজামন্ডল আন্দোলনের ইতিহাস (১৯২৭-১৯৪৯)

Arup Kumar Roy

Independent Researcher, West Bengal, India

Sangita Mondal

Independent Researcher, West Bengal, India

Abstract

This paper examines how the Praja Mandal movement began and grew in the states of Rajasthan before India became independent. It pays attention to how the movement pushed back against the rule of the local kings and helped in the larger fight for political rights and freedom, across India. Rajasthan, currently the largest state in India, was a geographically fragmented region during the pre-independence era, ruled by various local princely rulers. This system of governance was flawed and medieval in nature; the populace possessed virtually no rights and groaned under the heavy burden of taxation. In the latter half of the 19th century, as the anti-British independence movement gained momentum across India, the struggle for freedom within Rajasthan's various princely states was spearheaded by the 'Praja Mandals'. Political activity in these states intensified after 1938, following a shift in the Indian National Congress's policy regarding princely states and the subsequent integration of their political organizations into the mainstream national movement. Movements led by figures such as Hiralal Shastri and Jamnalal Bajaj were organized under the Praja Mandal banner in states such as Jaipur, Jodhpur (Marwar), Bikaner, Udaipur (Mewar), Jaisalmer, Bharatpur, and Bundi. The Praja Mandal movement not only campaigned for the establishment of responsible governance within Rajasthan's princely states but also played an active role in the broader national struggle for independence.

Keywords: Prajamandal, Rajasthan, Political rights, National Movement, Princely states, Jamunalal Bajaj, Indian national congress

গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. রাজস্থানের দেশীয় সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে জন আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করা।

২. রাজস্থানের দেশীয় রাজা দের বিরুদ্ধে জন আন্দোলনের উদ্দেশ্যের খোঁজ করা।

৩. রাজস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের অনুসন্ধান।

৪. রাজস্থানের রাজ্যসমূহে সামাজিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অন্বেষণ।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা পত্রটি লেখার জন্য ঐতিহাসিক ব্যক্ষামূলক পদ্ধতি (Historical Analytical Method) প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক মৌলিক গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণার তথ্যগুলি প্রাথমিক ও গৌণ উভয় প্রকার উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা ও পুস্তাকালয়ে (pmml.gov.in) সংরক্ষিত নথিপত্র, সংবাদপত্র ও প্রজামন্ডল আন্দোলন সংক্রান্ত দলিলপত্র।

গৌণ উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আধুনিক ঐতিহাসিক দের লেখা বইপত্র যা Internet Archive (archive.org) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভূমিকা:

ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতের পশ্চিম অংশের রাজপুতানা অঞ্চল একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল অঞ্চল বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হত। ১৭৫৭ এর পর ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের যে ধারার সুত্রপাত ঘটে সেখানে সরাসরি সংঘর্ষ এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে রাজপুতানার এই ছোট ছোট রাজ্যগুলি কৌশলে ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে চলে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজেদের আধা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির ফলস্বরূপ রাজপুতানার শাসকগণ মারাঠা, পিন্ডারি ও বহি: আক্রমণের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে আরাম আয়েশের জীবন কাটাতে থাকেন। সাদ প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় সুবিধাজনক হয়ে ওঠে, বিভিন্ন প্রকার লাগ- বাগ (কর) আরোপ করে সামন্ত শাসকরা সাধারণ জনগণকে অত্যাচারের শেষ সীমায় নিয়ে যায়। শাসন ব্যবস্থায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার বিন্দু মাত্র ছায়া ছিল না। জনগণের নাগরিক ও মত প্রকাশের অধিকার ছিল নামমাত্র। এমতাবস্থায় রাজস্থানের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের গণনেতৃত্ব সামন্ত রাজাদের নিরঙ্কুশ শাসন শেষ করে জনতার মৌলিক অধিকারের রক্ষা ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনজাগরনের পথ অবলম্বন করেন।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজীর ভারত আগমনের পর ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়। তবে এক্ষেত্রে এই সামন্ত রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল ভিন্ন সেখানে ব্রিটিশ শাসন সরাসরি বলবৎ ছিল না, তাই সারা দেশের সাধারণ জনগণের মত রাজস্থানের দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে পারেনি। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রীবর্গ দেশীয় রাজ্যের সাধারণ মানুষের এই দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তারাও দেশীয় রাজ্যের জনগণকে সর্ব ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৩৮ সালের কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে দেশীয় রাজ্যের গণ আন্দোলনকে সমর্থন প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের এই আন্দোলন প্রজামন্ডল আন্দোলন নামে পরিচিত।

রাজস্থানে প্রজা মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা:

রাজস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- প্রথমটি ১৯২৭ সালের আগে, দ্বিতীয়টি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় রাজ্য গণসম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পাস হয়, যেখানে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের পরেই

বিভিন্ন রাজ্যে প্রজামণ্ডল বা প্রজাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্বশীল প্রশাসনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠার আগেও, ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অনেক গণসংগঠন গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল ১৯১৮ সালের রাজপুতানা মধ্য ভারত সভা, ১৯১৯ সালের রাজস্থান সেবা সংঘ এবং ১৯২০ সালের সর্বভারতীয় দেশীয় জনপরিষদ। এই সংগঠনগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রথম প্রজামণ্ডল ১৯৩১ সালে জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই সংগঠনটি ১৯৩৮ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ১৯৩৪ সালে মাডওয়ারে এবং ১৯৩৮ সালে কোটায় প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে উদয়পুরে মেওয়ার প্রজামণ্ডল এবং আলওয়ারে রাজ্যে আলওয়ার রাজ্য প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরতপুরে ও ১৯৩৯ সালে প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে বুন্দি প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৫ সালে জয়সলমের প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে বোম্বেতে (মুম্বাই) সিরোহী গণপরিষদ এবং ১৯৩৬ সালে বিকানের গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক জাগরণ এবং চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলস্বরূপ রাজস্থানে প্রজা মন্ডল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর পটভূমি ছিল রাজস্থান রাজ্যগুলিতে চলমান কৃষক আন্দোলন। এই কৃষক আন্দোলনগুলি ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক অসন্তোষেরই অংশ। বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকেরা তৎকালীন সর্দার ও জাগিরদারদের অত্যাচার তুলে ধরতে এবং কৃষি বিষয়ে উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাগিরদারি প্রথা তার পিতৃতূল্য প্রকৃতি ত্যাগ করে শোষণমূলক হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ ছিল ব্যাপক। তাই, ১৯২০ সালের পর রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরেছিল।রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যে প্রজা মন্ডল আন্দোলনের ক্রমবিকাশ নিম্নরূপভাবে সংক্ষিপ্ত করা হলো।

বিকানেরে প্রজামণ্ডল আন্দোলন:

১৮৯২-৯৩ সালে বিকানের রাজ্যে প্রথম ভূমি বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯১৩ সালে, বিকানেরের মহারাজা গঙ্গা সিং বিকানের রাজ্যের জন্য "প্রতিনিধি পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা গঙ্গা সিং বিকানের রাজ্যে প্রতিনিধি পরিষদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে পরের বছরে প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করেন। সেই সময়ে, এটি কেবল রাজস্থানেই নয়, উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্যে এই ধরনের একমাত্র দায়িত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে, এর নাম পরিবর্তন করে "বিধানসভা" রাখা হয়। এইভাবে, বিকানের রাজস্থানের প্রথম রাজ্য হিসেবে প্রজামণ্ডল আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। ১৯১০ সালে, মহারাজা একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২১ সালে জমিদার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ সালে, তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কিত কিছু ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৯৩৭ সালে, তিনি তাঁর রাজ্যে পৌরসভা বোর্ড এবং জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ডঃ করণী সিং লিখেছেন যে, বিকানের গর্বের সাথে বলতে পারে যে, রাজপুতানার মধ্যে এটিই প্রথম রাজ্য যা বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেছিল। প্রজাদের মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য মহারাজা গঙ্গা সিং-এর প্রচেষ্টার কাহিনির আরও একটি দিক রয়েছে। সুখবীর সিং গেহলট লিখেছেন যে, যখন ব্রিটিশ প্রদেশগুলো থেকে অসহযোগ আন্দোলনের হাওয়া বইতে শুরু করে এবং রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে জন

অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন মহারাজা ১৯৩২ সালের ৪ঠা জুলাই 'বিকানের জননিরাপত্তা আইন' প্রবর্তন করেন, যা সামরিক আইনের মতোই কঠোর ছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, ১৯০৭ সালে স্বামী গোপালদাস কর্তৃক বিকানের রাজ্যের চুরুতে প্রথম 'সর্বহিতকারিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে বিকানেরে 'সদ্বিদ্যা প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজের স্বৈরাচার তুলে ধরে বিজয় সিং মেহতা 'বিকানের রাজ্যে নাদিরশাহি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লেখেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজা যখন গোলটেবিল সম্মেলনে যোগ দিতে লন্ডনে যান, তখন 'বিকানের এক দিগদর্শন' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়, যা বিকানেরের প্রকৃত দমনমূলক নীতিগুলোকে উন্মোচন করে। ফিরে এসে মহারাজা সর্বজনীন সুরক্ষা আইন কার্যকর করা করেন। কিন্তু বিকানের ষড়যন্ত্র মামলায় স্বামী গোপালদাস চন্দনমল বাহাদ, সত্যনারায়ণ সরফ, খুবচন্দ সরফ ও অন্যান্যরা গ্রেপ্তার হন। এই কঠোর আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল।

১৯৩৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিকানের প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। মেঘরাম বৈদ্যকে এর সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে সরকার প্রজামণ্ডলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে। কলকাতায় বসবাসকারী প্রবাসী রাজস্থানীদের সমর্থনে মেঘরাম কলকাতায় বিকানের রাজ্য প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন এবং "বিকানের কি থোথী পোথী" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইভাবে, বিকানের রাজ্য প্রজামণ্ডল রাজস্থানের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে প্রেস আইন পাস হয়, যা সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই, ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে রঘুবর দয়াল গোয়েলের নেতৃত্বে বিকানের প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মহারাজা গঙ্গা সিং মারা যান এবং তাঁর পুত্র সরদুল সিং বিকানেরের রাজা হন। ১৯৪৪ সালের ২৬শে অক্টোবর 'বিকানের অত্যাচার বিরোধী দিবস' পালিত হয়, যা ছিল রাজ্যে প্রথম জনসমাবেশ। দুধবাখারার কৃষকেরা প্রজা পরিষদের সমর্থনে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করেন। জয়নারায়ণ ব্যাস যোধপুরে একটি কার্যালয় খোলেন এবং সেখান থেকে বিকানের রাজ্যের বিরোধিতা করার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

শ্রী বীরবল সিং ধালিয়া গঙ্গানগর জেলার রাইসিং নগর (বিকানের)-এর বাসিন্দা ছিলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রজা পরিষদের সম্মেলন আয়োজনের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না, কিন্তু ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন, রাজ্যের আদেশ অমান্য করে ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। সেনাবাহিনীর সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। এর সাথে সাথেই, ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন তিনি চিরবিদায় নেন। বিকানের প্রজামণ্ডল ১৯৪৬ সালের ১৭ই জুলাই বীরবল দিবস উদযাপন করেছিল।১৯৪৬ সালের ৩১শে আগস্ট বিকানেরের রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার ঘোষণা করেন।

যোধপুরে প্রজামণ্ডল আন্দোলন:

যোধপুর রাজ্যে মাড়োয়ার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (১৯০৯) এবং মাড়োয়ার প্রেস আইন (১৯২২) বলবৎ ছিল। সভা, সমিতি, জনসভা ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ছিল।১৯১৮ সালে চন্দমল সুরানা 'মাড়োয়ার হিতকারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করলে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে, এই সংগঠনটি খুব বেশি সক্রিয় হতে পারেনি। পরবর্তীকালে, ১৯২০ সালে জয়নারায়ণ ব্যাস 'মাড়োয়ার সেবা সংঘ' গঠন করেন। স্যার সুখদেব প্রসাদ কিছু সুবিধাবাদীকে ব্যক্তিদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন গঠনে উৎসাহিত করেন, যার ফলে 'রাজভক্ত দেশহিতকারিণী

সভা' গঠিত হয়। ব্যবার শহরে 'রাজস্থান সেবা সংঘ'-এর প্রধান মণিলাল কোঠারি তাঁকে 'তরুণ রাজস্থান' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

১৯২৭ সালে, জয়নারায়ণ ব্যাস বোম্বেতে সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করে যোধপুরে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে, জয়নারায়ণ ব্যাস যোধপুরে মারওয়ার রাজ্য গণপরিষদ (সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য গণপরিষদের রাজ্য শাখা) আহ্বান করার ঘোষণা দেন। কিন্তু যোধপুর প্রশাসন অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। মারওয়ার হিতকারিণী সভা মারওয়ার প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে 'মারওয়ার কি অবস্থা' এবং 'পোপা বাই কি পোল' নামে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

১৯৩১ সালের ২৪-২৫ নভেম্বর, চন্দকরণ শারদার সভাপতিত্বে পুষ্করে মারওয়ার রাজ্য গণপরিষদের সভা সফলভাবে আয়োজিত হয়। ১৯৩৪ সালে যোধপুর প্রজা মন্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভন্তরলাল সরাফ। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ অধিকার রক্ষা করা। ১৯৩৬ সালে এই সংগঠনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়। সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য গণপরিষদের যোধপুর শাখা, মারওয়ার রাজ্য গণপরিষদ, যোধপুরে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পরিষদটিকে বেআইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার পর, এর সদস্যরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনে মনোনিবেশ করেন। রণছোড়দাস, মথুরাদাস মাথুর, কানাইলাল, ইন্দ্রমল জৈন, আনন্দরাজ সুরানা এবং ভান্তরলাল সরাফের মতো নেতারা পরিষদের আদর্শকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবেদন করেন। যোধপুর প্রজামণ্ডল এর নেতৃবৃন্দ রাজপরিবারের সাথে যুক্ত কিছু লোকের দ্বারা শ্রীমতী কৃষ্ণা নামে এক তরুণী বিধবাকে অপহরণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে উত্থাপন করে এবং তাঁর মুক্তির দাবি জানায়। তারা এই মধ্যযুগীয় অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মারোয়াড়িদের 'কৃষ্ণ দিবস' উদযাপনের আহ্বান জানায়। যখন যোধপুর রাজ্য প্রজামণ্ডলকে একটি বেআইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে, তখন এর কর্মীরা 'নাগরিক অধিকার রক্ষক সমিতি' গঠন করে। এই নতুন সংগঠনটি ১৯৩৬ সালের মে-জুন মাসে শিক্ষা শুল্ক-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে এবং ১৯৩৬ সালের ২১শে জুন 'শিক্ষা দিবস' উদযাপন করে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যোধপুরে এসে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে ত্যাগ ও আত্মসমর্পণে অনুপ্রাণিত করেন। অবশেষে, ১৯৩৮ সালের মে মাসে মহারাজার সভাপতিত্বে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাড়োয়ার লোক পরিষদ গঠিত হয়। ইতিমধ্যে, যোধপুরের মহারাজা রাজ্যের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করেন এবং জয়নারায়ণ ব্যাসকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে চণ্ডাবল ঠাকুর লোক পরিষদের কর্মীদের নির্মমভাবে প্রহার করান। রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের কারারুদ্ধ করতে থাকে। এর প্রতিবাদে,জয়নারায়ন ব্যাস এবং আরও ৪১ জন সত্যাগ্রহী কারাগারে অনশন শুরু করেন। ১৯৪২ সালের ১৯শে জুন, আরেক অনশনকারী, বালমুকুন্দ বিসসা,জেল কর্মকর্তাদের দ্বারা অনাহার ও নির্যাতনের কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে জুলাই, সমগ্র রাজপুতানা জুড়ে মারওয়ার সত্যাগ্রহ দিবস পালিত হয়। এই আন্দোলন যখন চলছিল, তখনই ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর গিরদিকোটে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় সুরজদেবী মাথুর ও সাবিত্রী দেবী একটি দায়িত্বশীল সরকারের সমর্থনে গান গেয়েছিলেন এবং আর্য কন্যা পাঠশালার প্রধান শিক্ষিকা একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর অত্যাচার বিরোধী দিবস পালিত হয় এবং একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর পরিষদ 'বিধানসভা প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। ১৯৪৮ সালে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ

অ্যাকসেশন' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই কেবল একটি দায়িত্বশীল সরকারের ধারণা শুরু হয়।১৯৪৮ সালে জয়নারায়ন ব্যাস এর নেতৃত্বে একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

জয়পুর প্রজামণ্ডল আন্দোলন:

১৯৩৯ এর গোড়া থেকে কার্যত ভারতের সব দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দলোন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারই সূত্রে গান্ধী সেই প্রথম ঠিক করেন যে,তার বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রিত জন সংগ্রামের কৌশল কোনো দেশীয় রাজ্যে পরখ করে দেখতে হবে। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী রইস ব্যবসায়ী যমুনালাল বাজাজকে তিনি জয়পুরে এক সত্যাগ্রহ চালানোর অনুমতি দেন।[১] শ্রী অর্জুনলাল শেঠি রাজস্থানে বিপ্লব ও জনসচেতনতার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। শ্রী শেঠি ১৯০৫ সালে জয়পুরে "জৈন শিক্ষা প্রচারক সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭ সালে শ্রী যমুনালাল বাজাজ "চরখা সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালে যমুনালাল বাজাজ এবং কর্পূরচাঁদ পাটনির প্রচেষ্টায় জয়পুর প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ৫ই এপ্রিল জয়পুরে মতিলাল দিবস পালিত হয়েছিল। এটি ছিল রাজস্থানের প্রথম প্রজামণ্ডল। সেই সময়ে, শ্রী হীরালাল শাস্ত্রী বনস্থলীতে তাঁর সংগঠন 'জীবন কুটির'-এ ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী কর্মীদল গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে, শেঠ যমুনালাল বাজাজের অনুপ্রেরণায় জয়পুর রাজ্য প্রজামণ্ডল পুনর্গঠিত হয়েছিল। জয়পুরের আইনজীবী শ্রী চিরঞ্জিলাল মিশ্র প্রজামণ্ডলের সভাপতি, শ্রী হীরালাল শাস্ত্রী সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রী কর্পূরচন্দ পাটনি যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রজামণ্ডলের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বাবা হরিশচন্দ্র, শ্রী হংস ডি. রায়, লাদু রাম যোশী, টিকরাম পালিওয়াল এবং পূর্ণানন্দ জৈন। ১৯৩৮ সালে, জয়পুরে প্রজামণ্ডলের প্রথম অধিবেশন আয়োজন করার এবং শেঠ যমনালাল বাজাজকে এর সভাপতি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রজামণ্ডলের প্রথম সম্মেলনে, জয়পুরের মহারাজার কাছে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

জয়পুর সত্যাগ্রহ পরিষদের আহ্বায়ক হীরালাল শাস্ত্রী ১৯৩৯ সালের ১২ই মার্চ 'জয়পুর দিবস' উদযাপনের ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর ১৯৩৯ সালের ৭ই আগস্ট একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার অধীনে প্রজামণ্ডল স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৪০ সালে শ্রী হীরালাল শাস্ত্রী প্রজামণ্ডলের সভাপতি হন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময়, জয়পুর প্রজামণ্ডলের নেতা হীরালাল শাস্ত্রী এবং জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী মির্জা ইসমাইলের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, যা ছিল একটি 'ভদ্রলোকের চুক্তি'। এই চুক্তি অনুসারে, রাজ্য সরকার ভবিষ্যতে ব্রিটিশদের সহায়তা করবে না এবং রাজ্যে শীঘ্রই একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু প্রজামণ্ডল মহারাজার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেবে না। এই কমিটি রাজ্যে একটি 'প্রতিনিধি পরিষদ' এবং একটি 'বিধানসভা' গঠনের প্রস্তাব করেছিল।

১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময়, জয়পুর প্রজামণ্ডলের নেতা হীরালাল শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মির্জা ইসমাইলের সাথে একটি ভদ্রস্থ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর জয়পুরের মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারণা ত্যাগ করেন। তবে, প্রজামণ্ডলের আরেক বিশিষ্ট নেতা বাবা হরিশচন্দ্রের গোষ্ঠী একটি পৃথক 'আজাদ মোর্চা' প্রতিষ্ঠা করে এবং আন্দোলন শুরু করে যা শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হয়েছিল।পণ্ডিত হীরালাল শাস্ত্রী জয়পুর হিতকারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যা জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। প্রজামণ্ডলের কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে মত পার্থক্যের পর চিরঞ্জিলাল মিশ্র জয়পুর প্রজা মণ্ডল প্রগতিশীল দল গঠন করেন।

---

[১] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারতের ইতিহাস ১৮৮৫-১৯৪৭, কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩১৫।

জানকী দেবী বাজাজ ১৯৪৪ সালের জয়পুর প্রজা মণ্ডল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৪ সালের ১ জুন, জয়পুর রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। ১৯৪৫ সালে, রাজ্য সরকার একটি প্রতিনিধি সভা এবং একটি বিধানসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ মে, প্রজা মণ্ডলের সভাপতি দেবীশঙ্কর তীবারীকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে, জয়পুর রাজস্থানের প্রথম রাজ্য হিসেবে তার মন্ত্রিসভায় একজন বেসরকারি মন্ত্রী নিয়োগ করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে জয়পুর বিধানসভায় গৃহীত দায়িত্বশীল সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বিবেচনায় নিয়ে, রাজ্যের জন্য একটি সংশোধিত সংবিধান প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই মে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও, দায়িত্বশীল সরকার কেবল ১৯৪৯ সালের ৩০শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

মেবার প্রজামণ্ডল:

বিজোলিয়া আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মানিক্যলাল বর্মাকে উদয়পুর রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি আজমীরে বাস করতেন এবং সেখান থেকে মেওয়ার প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। তিনি প্রজামণ্ডলের গান সম্বলিত কিছু প্রচারপত্র এবং 'মেওয়ার রাজ্যের শাসনব্যবস্থা' শিরোনামে একটি পুস্তিকা ছাপেন। নির্বাসন থেকে ফিরে, মানিক্যলাল বর্মা উদয়পুরে ফিরে আসেন এবং ১৯৩৮ সালের ২৪শে এপ্রিল বলবন্ত সিং মেহতা, ভবানী শঙ্কর বৈদ্য, যমুনলাল বৈদ্য, পরশরাম এবং দয়াশঙ্কর শ্রোত্রিয় এর সঙ্গে মেবার প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন।[২] বলবন্ত সিং মেহতাকে এর প্রথম সভাপতি এবং মানিক্যলাল বর্মাকে এর মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, রাজ্য সরকার মেবার প্রজামণ্ডলকে একটি অবৈধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। যদিও পরে ১৯৪১ সালে সংগঠনটি স্বীকৃত হয়।[৩] শ্রী বর্মা উদয়পুর ছেড়ে আজমীরে পৌঁছান। আজমীর থেকে, মানিক্যলাল বর্মা 'মেবারের বর্তমান শাসনব্যবস্থা' শিরোনামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি, প্রজা মন্ডল আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে মানিক্যলাল বর্মার স্ত্রী নারায়ণী দেবী, তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা স্নেহলতা এবং প্রিয়াররচাঁদ বিষ্ণোইয়ের স্ত্রী ভগবতী দেবীকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।১৯৩৬ সালে এই সংগঠনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়। সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য গণপরিষদের যোধপুর শাখা 'মারওয়ার রাজ্যন্ধ লোক পরিষদ' যোধপুরে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পরিষদটিকে বেআইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার পর, সদস্যরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনে মনোনিবেশ করেন। রণছোড়দাস গট্যনি, মথুরাদাস মাথুর,কানাইলাল, ইন্দ্রমল জৈন, আনন্দরাজ সুরানা প্রমুখ নেতারা পরিষদের আদর্শকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবেদন করেন।প্রজামণ্ডল ক্রমাগত মেবার সরকারের কাছে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। ১৯৪১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি, মহারাজার জন্মদিনে মেবার সরকার প্রজামণ্ডলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরপরই, ১৯৪১ সালের নভেম্বরে মানিক্যলাল বর্মার সভাপতিত্বে উদয়পুরে মেওয়ার প্রজামণ্ডলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য জে.বি. কৃপালানি অধিবেশনটি উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

মানিক্যলাল বর্মা মেবার প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের ২৩শে আগস্ট মেবার সরকার সভা, মিছিল ইত্যাদির

---

[২] রাজস্থান কা স্বতন্ত্রতা আন্দোলন এবং শৌর্য পরম্পরা, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজস্থান, আজমির, পৃ. ৫৫।

[৩] তদেব, পৃ. ৫৫।

উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর পরিষদ বিধানসভা প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ১৯৪৮ সালে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' স্বাক্ষরের পরেই কেবল একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায়, প্রজামণ্ডল নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৯৪৫ সালে প্রজামণ্ডলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য গণপরিষদের সপ্তম অধিবেশন ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার সভাপতিত্ব করেছিলেন পণ্ডিত।জওহরলাল নেহেরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লাহ সহ সারাদেশের দেশীয় রাজ্যগুলির নেতারা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের নিজ নিজ রাজ্যে অবিলম্বে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এটি ছিল কোনো দেশীয় রাজ্যে অনুষ্ঠিত এবং রাজ্য দ্বারা আয়োজিত প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশন চলাকালীনই মোহনলাল সুখাড়িয়ার মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এই অধিবেশন রাজ্যগুলিতে অভূতপূর্ব জাগরণ নিয়ে আসে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, মহারানা ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে মেবার প্রজামণ্ডলের সদস্য মোহনলাল সুখাড়িয়া এবং হীরালাল কোঠারিকে কার্যনির্বাহী পরিষদে নিযুক্ত করেন এবং শীঘ্রই সাংবিধানিক সংস্কার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৪৭ সালের ২ মার্চ, মহারানা মেওয়ারের নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন।

ভরতপুর প্রজা মন্ডল:

শ্রী গণেশ জগন্নাথ দাস অধিকারী এবং গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী ভরতপুরে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯১২ সালে হিন্দি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরতপুরের মহারাজা কিশান সিং এর ছত্রছায়ায় গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে শ্রী কিষাণলাল যোশী ভরতপুর রাজ্যে হিন্দি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রচেষ্টায় ভরতপুর রাজ্য প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সভাপতি ছিলেন শ্রী গোপিলাল যাদব, সহ-সভাপতি ছিলেন ঠাকুর দেশরাজ ও যুগলকিশোর চতুর্বেদী এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মাস্টার আদিত্যেন্দ্র। রেজিস্ট্রেশন না থাকায় সরকার শীঘ্রই এটিকে বেআইনি ঘোষণা করে। দায়িত্বশীল সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার পর ভরতপুরের মহারাজা কিষাণ সিং সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৩৯ সালে মহারাজা ব্রজেন্দ্র সিং সিংহাসনে আরোহণের পর, ১৯৩৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রজামণ্ডল এবং সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে, প্রজামণ্ডলটি ভরতপুর প্রজা পরিষদ নামে নিবন্ধিত হয় এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে ফকিরচাঁদ কাপুর জমিদার কিষাণ সভা নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরুর পর ১৯৪২ সালের ১০ই এপ্রিল ভরতপুরে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রজা পরিষদের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নারী সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্বদানকারী শ্রীমতী সরস্বতী বোহরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২২শে অক্টোবর, মহারাজা 'শ্রী ব্রজ জয় প্রতিনিধি সমিতি' নামে একটি গণ-আইনসভা গঠনের ঘোষণা দেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভরতপুর প্রজা পরিষদ ২৩টি আসন লাভ করে, অন্যদিকে মহারাজার সমর্থিত কিষাণ সভা ১৪টি আসন পায়। ভরতপুর প্রজা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৪৫ সালের ২৩-২৪শে মে বায়ানায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মে মাসে ভরতপুরে মন্ত্রিসভা নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। ভরতপুরের তিনটি রাজনৈতিক সংগঠনই— প্রজা পরিষদ, কিষাণ সভা এবং আঞ্জুমান ইসলামিয়া— নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৭ সালের ৩রা

অক্টোবর, ভরতপুরের লক্ষ্মণ মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহারাজা দুজন মন্ত্রীসহ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা এবং ১১ সদস্যের একটি গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা করেন।

আলবার প্রজামণ্ডল আন্দোলন:

আলবারে হরিনারায়ণ শর্মা এবং কুঞ্জ বিহারী মোদী তাঁদের গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের অবস্থার উন্নতির জন্য পণ্ডিত হরিনারায়ণ শর্মা 'অস্পৃশ্যতা নির্মূল সমিতি', 'বাল্মীকি সমিতি' এবং 'আদিবাসী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সালে, কংগ্রেস কমিটির নামে পণ্ডিত হরিনারায়ণ শর্মা এবং কুঞ্জ বিহারী মোদী 'আলওয়ার রাজ্য প্রজামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দায়িত্বশীল সরকারের দাবি জানান। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে, ভবানী শঙ্কর শর্মার সভাপতিত্বে প্রজামণ্ডলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে, প্রজামণ্ডল কৃষকদের দাবিকে সমর্থন করে এবং তাদের জমির মালিকানা প্রদানের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে আলবারের শাসক দায়িত্বশীল সরকারের দাবি মেনে নেন। ১৯৪৮ সালের মার্চে আলবার মৎস্য সংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে রাজস্থান একীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বুন্দি প্রজামণ্ডল:

বরড় কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে বুন্দিতে জনসচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল। রাজস্থান সেবা সংঘের একটি শাখা, হাড়োতি সেবা সংঘ, পণ্ডিত নয়নুরাম শর্মার সভাপতিত্বে বুন্দিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩১ সালে কান্তিলালের সভাপতিত্বে বুন্দি প্রজামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে বুন্দির শাসক জনসভার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ১৯৩৭ সালে প্রজামণ্ডলের সভাপতি ঋষি দত্ত মেহতাকে গ্রেপ্তার করে আজমীরে পাঠানো হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্রজসুন্দর শর্মা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রজামণ্ডলকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর, মেহতা বুন্দি রাজ্য গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করে। নবগঠিত সংবিধান পাস হওয়ার আগেই বুন্দি রাজস্থানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

সিরোহি প্রজামণ্ডল:

মতিলাল তেজাবতকে সিরোহির কৃষকদের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়। 1934 সালে, সিরোহির বৃদ্ধিশঙ্কর ত্রিবেদী, ভীম শঙ্কর শর্মা এবং সমর্থমল মুম্বাইতে 'সিরোহি প্রজামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। সিরোহি রাজ্যে রাজনৈতিক জাগরণের কাজটি বোম্বেতে বসবাসকারী সিরোহির অভিবাসী শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তারা ১৬ এপ্রিল, ১৯৩৫ সালে বোম্বেতে 'প্রবাসী সিরোহি প্রজামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পর (১৯৩৮), গোকুলভাই ভাট ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে 'সিরোহী প্রজামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়সলমের প্রজামণ্ডল:

এক দুর্গম মরুভূমিতে অবস্থিত হওয়ায়, দুর্গম ও অগম্য পরিবহন পথ, স্বল্প জনবসতি এবং প্রজামণ্ডল আন্দোলন দ্বারা অপ্রভাবিত থাকার কারণে জয়সলমের 'রাজস্থানের আন্দামান ও নিকোবর' নামে পরিচিত। একটি প্রবাদ আছে, "কেবল পাথরের পা-ই এখানে পৌঁছাতে পারে।" জয়সলমের ছিল রাজস্থানের একটি অনগ্রসর দেশীয় রাজ্য, যাকে জওহরলাল নেহেরু "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্য" বলে অভিহিত করেছিলেন।একে 'অষ্টম আশ্চর্য' বলা হতো। জয়সলমীরের জনগণকে জাগিয়ে তোলার কৃতিত্ব সাগরমল গোপাকে দেওয়া হয়, যিনি মহারাবলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৬ই নভেম্বর, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করতে জয়সলমেরে 'জওহর দিবস' পালিত হয়েছিল। জওহর দিবস উদযাপনের জন্য সরকার সাগরমল গোপা, রঘুনাথ সিং মেহতা এবং আইদানকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৪০ সালে, সাগরমল গোপা জয়সলমেরের মহারাবলের স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসনের মুখোশ উন্মোচন করে 'দেশ কে দিওয়ানে', 'গুন্ডরাজ ইন জয়সলমের' এবং 'রঘুনাথ সিং কা মুকদ্দমা' বইগুলি প্রকাশ করেন। এর জন্য মহারাবল তাঁকে নির্বাসিত করেন। ফলস্বরূপ, তাঁকে নাগপুরে চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে, শিবশঙ্কর গোপা তাঁর সহকর্মী মদনলাল পুরোহিত, লালচাঁদ যোশী, জীবনলাল কোঠারি, জিৎমল এবং মোহনলালের সাহায্যে 'জয়সলমের প্রজা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালে পিতার মৃত্যুর পর গোপা যখন জয়সলমীরে ফিরে আসেন, তখন ১৯৪২ সালে তাঁকে ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ৩ এপ্রিল, সাগরমল গোপাকে কারাগারে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে, মিঠালাল ব্যাস যোধপুরে 'জয়সলমীর রাজ্য প্রজামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজামণ্ডল একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে, জয়নারায়ণ ব্যাস জয়সলমীরে একটি জনসভায় ভাষণ দেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এবং 'প্রজামণ্ডল জিন্দাবাদ' স্লোগানের মধ্যে দায়িত্বশীল সরকারের দাবি জানানো হয়। স্বাধীনতার পর, ১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চ, জয়সলমীর বৃহত্তর রাজস্থানের সঙ্গে একীভূত হয়।

উপসংহার:

শুরুর দিকে রাজস্থানে প্রজামন্ডল আন্দোলন সেখানের রাজাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পারিচালিত হয়নি বরং রাজাদের ছত্রছায়ায় জন গণের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প পরিচালনার দাবি জোরালো করেছিল। প্রজামন্ডলের ধারাবাহিক চাপের কারণে স্বাধীনতার আগমনকালে জয়পুর, মেবাড়, মারয়ার এর মতো বৃহৎ রাজ্য (রিয়াসত) গুলি জন গণের প্রতিনিধিদের মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। প্রজামন্ডলের নেতৃবৃন্দ কেবলমাত্র রাজনৈতিক লড়াই নয়, সামাজিক কুপ্রথা, দলিত প্রশ্ন, নারীশিক্ষা, খাদীর প্রসার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির মতো বিষয়ে সামাজিক চেতনার সঞ্চার করেন। প্রজামন্ডল আন্দোলনের কারণে রাজস্থানের দেশীয় রাজ্য সমূহের সাধারণ মানুষের মনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানসিক প্রেক্ষাপট তৈরী হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. জৈন, ড: এম. এস.। আধুনিক রাজস্থান কা ইতিহাস। রাজস্থান অধ্যায়ন কেন্দ্র, জয়পুর ২০১৭ (ISBN – 9788192516462)

২. ব্যাস, ড: রাম প্রসাদ। আধুনিক রাজস্থান কা বৃহৎ ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড। রাজস্থান হিন্দি গ্রন্থ একাডেমী,জয়পুর

৩. শর্মা, ড: গোপীনাথ। আধুনিক রাজস্থান কা ইতিহাস। সাহিত্যঘর পাবলিকেশন, জয়পুর।

৪. শর্মা, ড: গোপীনাথ। রাজস্থান কা স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম কা ইতিহাস। রাজস্থান রাজ্য অভিলেখাগার, বীকানির, জুলাই ১৯৯১।

৫. চৌধুরী, রামনারায়ণ। আধুনিক রাজস্থান কা উত্থান এক স্বস্মরণাত্মক ইতিহাস। রাজস্থান প্রকাশন মন্ডল, আজমির, ২০০০।

৬. পরিহার, ড: বিনীতা। রাজস্থান মে প্রজামন্ডল আন্দোলন। রাজস্থান হিন্দি গ্রন্থ একাডেমি, জয়পুর, ২০১৯ (ISBN – 9789389260175)

৭. ইন্দা, উমেধ সিং। রাজস্থান মে স্বাধীনতা সংঘর্ষ রাজ্যশাসন এবং রাজনীতি। রাজস্থানি গ্রন্থাগার, যোধপুর।

৮. Hooja, Rima. A history of Rajasthan. Rupa and co., New Delhi, 2009 (ISBN-8129108909)